একটি চেয়ারের আত্মকথা : ক্লাস ৮

(সিডি১৪ / এনডি ৮এস / আরডি ৭এস)

প্রত্যেক মানুষের বাড়িতে চেয়ার থাকে যাতে মানুষ পা ঝুলিয়ে বসতে পারে। আমিই হলাম সেই চেয়ার। আগেকার দিনে আমাকে শুধু কাঠ দিয়ে আর বেত দিয়ে তৈরি করা হত। এখন হরেকরকম জিনিস দিয়ে আমাকে বানানো হয়।

আগেকার দিনের মানুষরা খুব কম সময়ের জন্য চেয়ারে বসত। কিন্তু এখন মানুষের হাঁটুর ব্যথার জন্য কেউ আর মাটিতে বসে না। ছোট থেকে বড় সবারই আমাকে প্রয়োজন। সবার বাড়িতেই আমি থাকি।

আমি হলাম সেই পুরনো দিনের হাতল দেওয়া কাঠের চেয়ার। মানুষ আরাম করে বসার জন্যে আমাকে ব্যবহার করে। কিন্তু এখন বেশীর ভাগ প্লাস্টিক চেয়ারই হাতলছাড়া। তাই ওইসব চেয়ারে বসে আরাম হয় না। স্কুলে শিক্ষকদের বসার জন্য চেয়ার থাকে। আর অফিসেও খুব সুন্দর সুন্দর চেয়ার থাকে। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে কাজ করতে হয়।

আমি এখন যে বাড়িতে থাকি সেই বাড়িতেও অনেক চেয়ার আছে। দাদুর বসার জন্য আলাদা চেয়ার। বাড়ির কর্তা আমার ওপর আরাম করে বসে গড়গড়া টানেন। আমার ওপর মাঝে মাঝে বাড়ির ছোটরা দাঁড়িয়ে পড়ে। তখন আমার খুব রাগ হয়। ছোটদের পড়ার টেবিলের পাশেও চেয়ার আছে। সেগুলো বেশ শৌখিন। আবার খাবার টেবিলের চেয়ারগুলো বেশ একটু উঁচু উঁচু গদি লাগানো। এদের সবার থেকে পুরনো হলাম আমি। আমার ওপর দাদু আজ প্রায় ৫৮ বছর ধরে বসে চলেছে। দাদু সকাল বিকেল নিয়ম করে আমার ওপরে বসেন। পা দুলিয়ে দুলিয়ে রাস্তার লোকজনের যাতায়াত দেখেন। আগে আমি এদের অফিসঘরে থাকতাম। যখন থেকে দাদু অবসর নিয়েছেন তখন থেকে আমি বারান্দায় থাকি। বর্ষার সময় জলে নষ্ট হয়ে যাব বলে আমাকে ওরা ভেতর বারান্দায় তুলে দেয়। ওখান থেকে আকাশ দেখা যায় না। এদের বাড়ির দুষ্টু ছেলেটা মাঝে মাঝে আমার ওপর জল দুধ ফেলে দেয়। মালতীদিদি কাপড় নিয়ে এসে আমাকে ভাল করে মুছে পরিষ্কার করে দেয়।

একদিন তো দুপুরবেলা সবাই যখন ঘুমোচ্ছিল তখন ছোট ছেলেটা আমার ওপর নানান জিনিসপত্তর নিয়ে ঠোকাঠুকি করছিল। ঠাকুরের কৃপায় খোকার মা এসে পড়েছিল। তাই আমার পা চারটে অক্ষত ছিল।

সারাদিন বারান্দায় থাকার জন্য আমার গায়ে খুব ধুলো জমে। রাস্তার গাড়িগুলো ধুলো উড়িয়ে যায় আর আমি ধুলোয় ভর্তি হয়ে যাই। তবে মালতীদিদি আমাকে সকাল থেকে বহুবার ঝাড়াপোছা করে। আমার বেশ যত্নই নেওয়া হয়। যেহেতু দাদু আজ বহুবছর ধরে আমার ওপর বসেন তাই আমার নাম হয়ে গেছে ‘দাদুর-চেয়ার’। ছোট থেকে বড় সবাই আমায় দাদুর-চেয়ার বলে। আমার খুব ভাললাগে। একবার বাড়িতে কোন একটা অনুষ্ঠানের সময় আমাকে নিয়ে টানাটানি করার সময় আমার একটা হাতল খুলে গেছিল। তখন দিনকয়েক কেউ আমার দিকে ফিরেই তাকায়নি। কিন্তু

দাদুই তাগাদা দিয়ে মিস্ত্রী ডাকিয়ে আমার হাতল ঠিক করালেন।

বাড়ির ছোট ছেলেটা এখন একটু বড় হয়েছে তাই আর ও আমার ওপর কোন রকম উৎপাত করেনা। সব সময়ই নিজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বেচারি খেলবার সময়ই পায় না। আমি বেশ দিব্যি বহাল তবিয়তে আছি। গত মাসে এ বাড়ির দিদির বিয়ে হল। তখন আমার ওপর কত লোক এসে বসেছিল। ছোট, বড় সবারই আমাকে খুব পছন্দ। আমাকে তখন ঘরের ভেতর রেখে দিয়েছিল। আমিও মজা করে কদিন কাটালাম।

মাঝে মাঝে এবাড়ির মেজদা দাদুর জন্য আমাকে বাতিল করে নতুন গদি-আটা চেয়ার আনার কথা বলে। কিন্তু দাদু বারণ করে দিলেন। বললেন ‘এ আমার বাবার আমলের চেয়ার, এতে বসার মজাই আলাদা।’

(ক) আরকেড ইনফোটেক ২০১৪